দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2 DEC 1990
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

শিক্ষাঙ্গন

পরীক্ষার ফলাফল ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা

সম্প্রতি ১৯৯০ ইং সনের দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। পাসের হার শতকরা ৩১ দশমিক ৭৩ ভাগ। এই পাসের হার এ যাবতকালের সর্বনিম্ন হার। চারটি শিক্ষা বোর্ড হতে সর্বমোট ৪,৩৫,৯১৮ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বলে জানা যায়। তন্মমধ্যে ১,৩৮,৩১৭ জন কৃতকার্য হন। পরীক্ষায় অকৃতকার্যের সংখ্যা ৩৭,৬০১ জন। অংকের হিসাব অনুযায়ী যে সংখ্যক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তার তিনগুণ ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হয়। এই চিত্র একদিকে যেমন হতাশাব্যঞ্জক অপরদিকে পরীক্ষায় এই ফলাফল নিঃসন্দেহে আমাদের সবার জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন কারণে পরীক্ষায় নকলের অবাধ সুযোগের ফলে পাসের হার বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তীতে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সংগত কারণে উচ্চতর শিক্ষার মান অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক অবস্থায়/উপনীত হয়। এর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণও বহুলাংশে দায়ী। আমাদের দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়মিত পড়ানো এবং তাদের কাছ থেকে পড়া আদায় করা হয় না। কয়েকটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (এর মধ্যে ক্যাডেট কলেজগুলো অন্যতম) ছাড়া দেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাপ্তাহিক অথবা মাসিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে কোন ছাত্র-ছাত্রীকে মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা নাই। সরকারী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষকই তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করছেন না। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষাদানের চাইতে তারা গৃহশিক্ষকতার প্রতি বেশী মাত্রায় মনোযোগী। বর্তমানে এই অবস্থা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, পরীক্ষায় ভাল ফলের প্রত্যাশায় গৃহশিক্ষক নিয়োগ না করে উপায় নাই। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যত যে অন্ধকারাচ্ছন্ন তা বলা অত্যুক্তি হবে না।

সুতরাং নানাবিধ পদক্ষেপের ফলে বর্তমানে পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা অনেক ক্ষেত্রে রোধ করা সম্ভব হলেও আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার এই গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি উপেক্ষিত হয়ে আসছে। দিন যতই অতিবাহিত হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এই ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি দুষ্ট ক্ষত্রে মত পরিণত হচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আর এই মেরুদণ্ড যদি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে একটি জাতির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এটাই চরম সত্য।

—শরীফ মোঃ নূরুল হোসেন